রেফারির ওপর ক্ষুব্ধ ফালকাও

রাশিয়া, ৫ জুলাই : রাশিয়া বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছে কলম্বিয়া। এই ম্যাচে রেফারি মার্ক গিগ্যারের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেন কলম্বিয়ার অধিনায়ক রাদামেল ফালকাও। ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ হয়ে রেফারিংয়ে প্রতি দোষারোপ করেছেন তিনি। ফালকাও বলেছেন,'সত্যি কথা বলতে কি এই ম্যাচের রেফারিং নিয়ে আমার নয়, সবারই সন্দেহ রয়েছে। আমি মনে করি পুরো ম্যাচেই রেফারি ইংল্যান্ডের পক্ষে ছিল। সামান্য ট্যাকলের কারণে আমাদের বিপক্ষে কল দিয়েছেন তিনি। বিপরীতে অনেক সময় ইংলিশ খেলোয়াড়রা আমাদের বাজে ট্যাকল করেছেন। কিন্তু রেফারি এটাকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি।' এই নিয়ে কলম্বিয়ার কোচ হোসে পেকারম্যান বলেন,'এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে সামান্য ট্যাকলের কারণে পড়ে যেতে দেখা গেছে। এত বড় দলের কাছে এটা আশা করা যায় না। এটা খুবই দুঃখজনক।'

টি-২০ সিরিজ জয়ের লড়াই ভারতের

কার্ডিফ, ৫ জুলাই : প্রথম টি-২০ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে সহজেই হারানোর পর আজ কার্ডিফে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেয়ে সিরিজ পকেটে পোরাই লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার। প্রথম টি-২০ ম্যাচে ভারতের হয়ে বল হাতে দাপট দেখিয়েছিলেন কুলদীপ যাদব। ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। আর ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন ওপেনার লোকেশ রাহুল। ৫৪ বলে ১০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে টি-২০ তে দ্বিতীয় শতরান করেন লোকেশ রাহুল। তাই প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স দ্বিতীয় ম্যাচেও তুলে ধরতে চান তাঁরা। তবে শুধু কুলদীপ যাদব কিংবা লোকেশ রাহুল নন, দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারাতে ভারতের বাকি ভরসারা হতে চলেছেন- রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া, যজুবেন্দ্র চাহাল, ভুবনেশ্বর কুমার প্রমুখ। এদিকে ভারত-ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ দেখতে ইংল্যান্ডে এলেন বিরাট কোহলির স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা। দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে গ্যালারিতে বসে ভারতীয় দলকে সমর্থন করবেন তিনি। অন্যদিকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ইংল্যান্ড। প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে ৪৬ বলে ৬৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন জস বাটলার। তাই দ্বিতীয় ম্যাচেও বাটলার ঝড়ের ওপরই ভরসা রাখছে ইংল্যান্ড শিবির। আর বোলারদের মধ্যে ভাল বল করেন ক্রিশ জর্ডন, ডেভিড উইলি ও আদিল রাশিদ। দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ভারতকে আটকাতে এই তিন বোলারের ওপরই ভরসা রাখছে ইংল্যান্ড।

নাম বদল, নতুন স্পনসরের সঙ্গে হাত মেলাল ইস্টবেঙ্গল কর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার: ইউবি গ্রুপের সঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছরের সম্পর্ক শেষ ইস্টবেঙ্গলের। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মী লাভ লাল-হলুদ শিবিরের। নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল কোয়েস। বেঙ্গালুরুর এই কোম্পানির সঙ্গে নতুন চুক্তি হল ইস্টবেঙ্গলের। নতুন মরশুমে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে কোয়েস ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব নামেই অংশগ্রহণ করবে। চুক্তির আগে এদিন এক ম্যারাথন বৈঠকে বসেন ক্লাব কর্তা ও বেসরকারি বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা। বৈঠকে ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে হাজির ছিলেন দেবব্রত সরকার ছাড়াও তাবড় কর্মকর্তারা। দীর্ঘদিনের চুক্তি পাশাপাশি বছরে কত টাকা কোয়েস অনুমোদন করবে তাও বলা নেই। তবে ক্লাবের উন্নতির জন্য বৃহৎ পরিমাণ টাকা খরচ করতেও কার্পণ্য করবেন না নতুন স্পনসর। কোয়েসের সঙ্গে মৌ-চুক্তি সারতে মধ্য কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে হাজির ছিলেন কোয়েসের কর্ণধার অরিজিৎ আইজ্যাক, সিইও সুব্রত নাগ, ইস্টবেঙ্গলের সভাপতি প্রণব দাশগুপ্ত, সচিব কল্যাণ মজুমদার, সহ-সচিব শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত। এছাড়া হাজির ছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুব্রত দত্ত, সচিব কুশল দাস, আইএফএ সচিব উৎপল গাঙ্গুলী। নতুন স্পনসর পাওয়ায় খুশির হাওয়া ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। নতুন স্পনসর পেয়ে আইএসএলে খেলার ভাবনা শুরু ইস্টবেঙ্গলের। দু'বছর পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শর্তবর্ষ। তার আগে নতুন স্পনসর কোয়েসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় ফুটবলে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ইউবি গ্রুপ স্পনসরশিপ ছেড়ে দেওয়ার পর ক্লাব চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সংকট কাটিয়ে ওঠার একটি উজ্জ্বল পথ মিলেছে। জানানো হয়েছে, চুক্তির পর ইস্টবেঙ্গলের জন্য স্পনসর খুঁজতে ঝাঁপাবে দু'পক্ষই। স্পনসরশিপের টাকা থেকে লভ্যাংশের ভাগ পাবে ক্লাব। তবে আইএসএলে খেলবে কি না তা খোলসা করে বলেনি কোনও পক্ষই। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জানানো হয়েছে, দেশের পয়লা নম্বর লিগে খেলবে ক্লাব। ক্লাবকর্তাদের দাবি, ভারতীয় ফুটবলে এই ধরনের চুক্তি এই প্রথম। ভারতীয় ফুটবলে স্পনসরশিপ এলেও এর আগে বাণিজ্যিকভাবে সরাসরি বিনিয়োগ করেনি কেউ। সেক্ষেত্রে ক্লাব পরিচালনা ও ফুটবল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্পনসরের তেমন কোনও অংশীদারিত্ব থাকত না। কিন্তু বিনিয়োগকারীর সেই অধিকার থাকবে। ঠিক যেমনটা থাকে বাইরের দেশের ক্লাবগুলিতে।

বলের আঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু কলকাতার উঠতি ফুটবলারের

প্রিয় খেলাই প্রাণ কাড়ল রূপকুমারের

স্টাফ রিপোর্টার: বাঙালির প্রিয় খেলা ফুটবল। সেই ফুটবলকেই জীবন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বেলঘড়িয়ার নিউ বাসুদেবপুরের বাসিন্দা ১৯ বছরের তরুণ ফুটবলার সাগর দাস। উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের পর বেলঘড়িয়ার ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজেই প্রথমবর্ষে ভর্তি হয়েছিল সে। কিন্তু আর ক্লাস করা হল না তাঁর। বেলঘড়িয়ার সাগর দাসও ছিল মেসির প্রাণ। সারা রাত জেগে দেখতেন বিশ্বকাপের খেলা। নিজের পছন্দের দেশকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলতে পারেনি। তবু ভক্তদের মধ্য থেকে তাঁর আসন টলেনি। তাই বিশ্বকাপে মেসি ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের খেলা দেখে তাদের স্কিল অনুকরণ করতে চেষ্টা করত নিজের খেলায়। দেশপ্রিয়নগর ব্যায়ামাগারের মাঠে স্থানীয় দুই ক্লাবের খেলা ছিল। সেখানে সাগর ক্লাবের স্ট্রাইকার হিসাবে খেলছিল। ম্যাচে তিনি বিশ্বকাপে মেসির করা গোলের মতো গোল করতে গিয়েছিল। কিন্তু ডান্সসাম্য রাখতে না পেরে পরে যায়। আর বলটি সজোরে এসে আঘাত করে বুকে। মাঠেই চেতনা হারান সাগর। ছুটে আসেন বাকি খেলোয়াড়রা। তারা সাগরের জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। কাজ না হওয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় কামারহাটি সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে তাকে আইসিইউতে রাখা হয়। কিন্তু সাগরের আর জ্ঞান ফেরেনি। সাগরের এই অকাল মৃত্যুতে সাগরের পরিবারের তো বটেই পাড়া প্রতিবেশিদের মধ্যে ও তাঁর ক্লাবে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তারা ভাবতেই পারছেন না সাগরের কাছ থেকে বিশ্বকাপ বা ক্লাব ফুটবলের কোনও গল্প শুনতে পারবেন না।

অন্যদিকে, মৃত্যু হয়েছে আর এক ফুটবল প্রাণপ্রিয় রূপকুমার মুধার। স্থানীয় গনমাধুর হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল সে। প্রথমে তাকে স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখান থেকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলতে ভালবাসত রূপকুমার। স্কুল ছুটির পর সে মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। খেলা চলাকালীন তাঁর পেটে বল লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। বন্ধুরাই তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। রাতে মৃতদেহ বাড়িতে আনলে গোটা পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাতেও। রূপকুমারের বাবা বলেন, আমার ছেলে দশম শ্রেণীতে পড়ত। খেলতে গিয়ে পেটে বল লাগে। ওখানেই পড়ে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা।

আজ শুরু কোয়ার্টার ফাইনালে লড়াই

নজরে বিশ্বমানের কিছু খেলোয়াড়

শুভাশিষ ভৌমিক

বিশ্বকাপ ক্রমশ ছোট হচ্ছে। শেষ ষোলোর লড়াই শেষ। প্রি-কোয়ার্টারের বাধা টপকে যে আটটি দল যোগ্যতা অর্জন করেছে কোয়ার্টার ফাইনালের- তারা হল ফেভারিট ব্রাজিল, ফ্রান্স, ডার্ক হর্স ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, জায়ান্ট কিলার উরুগুয়ে, ক্রোয়েশিয়া, আন্ডারডগ সুইডেন এবং আয়োজক দেশ রাশিয়া। আজ শুরু কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই। শেষ আটের লড়াইয়ে কোন দেশের কোন জুটি বা প্লেয়ার বিপক্ষের ত্রাস হয়ে উঠতে পারে, যাদের আটকানোর জন্য বিপক্ষের থিঙ্কট্যাঙ্কের বিশেষ পরিকল্পনা থাকবে। এমন কয়েকজন জুটি বা প্লেয়ারের সন্ধান দিল 'আর্থিক লিপি' দৈনিক খেলার পাতা 'মাঠে-ময়দানে'-

ব্রাজিল
নেইমার-কুটিনহো-উইলিয়ান

এই ব্রাজিল দলের নিউক্লিয়াস হল ফিলিপে কুটিনহো। দলের সবচেয়ে ধারাবাহিক খেলোয়াড়। মাঝমাঠে দলের খেলা তৈরি করছেন, তেমনই রকেট শটে বিপক্ষের গোলের জাল ছিঁড়ে দিচ্ছেন, তেমনই সুন্দর ড্রিবলিং, ডিফেন্স চেড়া থ্রু পাস। চলতি বিশ্বকাপে তাঁর নামের পাশে ২টো গোল লেখা আছে।

বর্তমানে ব্রাজিল দলের সেরা নক্ষত্র ও বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় নেইমার জুনিয়র। ছন্দ ফিরে পেয়েছেন। পায়ের স্কিল-ড্রিবলিং, বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের নাকানি-চোবানি খাওয়ান। যার জেরে মেক্সিকোকে বিদায় নিতে হয়েছে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। গত ম্যাচে ১টি গোল করেছেন ১টি করিয়েছেন।

এই ব্রাজিল দলে সবচেয়ে আন্ডাররেটেড একজন গ্রেয়ার উইলিয়ান। যে নীরবেনিজের কাজ করে যায়। দুর্দান্ত গতি, অসাধারণ বল কন্ট্রোল, দ্রুত জায়গা পরিবর্তন পায়ে দুরন্ত স্কিল, ড্রিবলিং রয়েছে। গত ম্যাচে তাঁর বাড়ানো পাস থেকেই গোলের মুখ খোলে।

সুতরাং বেলজিয়ামকে হারাতে হলে এই ত্রিফলাকে তাদের সেরা ছন্দে থাকতে হবে। কোয়ার্টার ফাইনালে নেইমার-কুটিনহো-উইলিয়ানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ফ্রান্স
পোগবা গ্রিজমান এমবাপ্পে

পোগবা তিনি বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডারের একজন। ক্লাব মরশুমে ফর্মে না থাকলেও বিশ্বকাপে তাঁর সেরা ছন্দ দেখা যাচ্ছে। যা কোচ আর দেশের কাছে শাপে বর। ফ্রান্সের মাঝমাঠের দায়িত্ব তাঁর, একদিকে যেমন ডিফেন্স চেড়া পাস বাড়াবেন অন্যদিকে বিপক্ষের আক্রমণের তাল কেটে কাউন্টার অ্যাটাক করবে দল। চলতি বিশ্বকাপে ১টি গোল করার পাশাপাশি ২টি গোলও করিয়েছেন। গ্রিজমান ক্লাব-দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম সেরা একজন খেলোয়াড়। রোনাল্ডো-মেসি-নেইমারের পরেই তাঁর নাম আসবেই। তাঁর ঈর্ষণীয় বাঁ-পায়ের অসাধারণ স্কিল-ড্রিবলিং বিপক্ষের ডিফেন্ডার খুবই সহজেই কেটে যায়। যদিও চলতি বিশ্বকাপে তাকে এখন অবধি সেরা ছন্দে পাওয়া যায়নি। তাও অস্ট্রেলিয়া-আর্জেন্টিনা ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। এই বিশ্বকাপে তাঁর গোল সংখ্যা ২টি।

এই মুহূর্তে এমবাপ্পের উপরই এখন সমস্ত লাইম লাইট। উক্ত বিশ্বকাপে সবচেয়ে নজর কাড়া তরুণ। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে স্বয়ং পেলে-বড় রোনাল্ডোর তুলনা টানা হচ্ছে। দুর্দান্ত গতি-স্কিল-ড্রিবলিং মোহিত গোটা ফুটবল বিশ্ব। পেরু ম্যাচে ১টি প্রি-কোয়ার্টারে ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে জোড়া গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে রয়েছেন।

সুতরাং উরুগুয়ের ডিফেন্স দুর্গ ভাঙতে হলে এই ত্রিভুজকে মানব থেকে অতিমানব হয়ে উঠতে হবে।

কোয়ার্টার ফাইনালে খুব বড় পরীক্ষা পোগবা-গ্রিজু-এমবাপ্পের।

বেলজিয়াম
হ্যাজার্ড-ডি ব্রুইন-লুকাকু

প্রতিভা সবদেশেই থাকে। বর্তমানে এই বেলজিয়াম দলের সবচেয়ে বড় প্রতিভাটি হল এড়েন হ্যাজার্ড। সবুজ গালিচায় আপন মনে ছবি আঁকেন। যার ড্রিবলিং-এর ঝটকায় দু'তিনটে খেলোয়াড় ছিটকে যায় এক লহমায়। তেমনই ডিফেন্স চেড়া থ্রু বাড়ানো। প্রতিনিয়ত দুরন্ত পারফরম্যান্স করে দলকে উতরে দেওয়া একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন। তিউনিসিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন এবং ১টি গোলের পাস বাড়িয়েছেন। জাপানের বিরুদ্ধে সমতায় ফেরার গোলটা তাঁর ক্রস থেকেই হয়েছে।

এই বেলজিয়াম দলের প্রাণ ভোমরা মিঃ বেলজিয়ামের কে ডিবি। পুরো নাম কেভিন ডি ব্রুইন। মাঝমাঠে দায়িত্বে তিনি। বিশ্বের সেরা গেম মেকারদের একজন। তাঁর দেওয়া পাস এতটাই নিখুঁত যেন চোখ বুজেও গোল দেওয়া যায়। জাপানের বিরুদ্ধে শেষল্যাপে জয়সূচক গোলটি তাঁর তৈরি কাউন্টার অ্যাটাক দিয়ে হয়েছে। চলতি বিশ্বকাপে তাঁর বাড়ানো পাস দিয়ে দু-তিনটি গোল করেছে বেলজিয়াম।

বেলজিয়ামের হয়ে গোল করার গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তিনি লুকাকু। এই স্ট্রাইকার গোলের কাছে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারেন। হাফ চান্স থেকে যেমন গোল করে দিতে পারেন তেমনই অতি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ইতিমধ্যেই চারটি গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে। গত ম্যাচে সেভাবে জ্বলে উঠতে না পারলে শেষ মুহূর্তে তাঁরা ডামিটি অসম্ভব দামি। গোটা বেলজিয়াম দলও তাঁকে তাঁর সেরা ফর্মে দেখতে চাইছেন কোয়ার্টার ফাইনালে।

সুতরাং, ব্রাজিলের জমাট ডিফেন্সের সঙ্গে বেলজিয়ামের এই ত্রয়ীর লড়াই বেশ জমবে তা হলফ করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোয়ার্টার ফাইনালে ক্যাসেমিরোবিহীন ব্রাজিলের মাঝমাঠ কেমন দখল নিতে পারে কে ডি ব্রুইন, হ্যাজার্ড এবং লুকাকু বিপক্ষের ডিফেন্সের ছোট্ট ভুল কাজে লাগিয়ে গোলমুখ খুলতে পারে কি না সেটাই এখন দেখার।

উরুগুয়ে
গডিন-গিমিনেজ-সুয়ারেজ

গডিন হল উরুগুয়ের এই দলটির অধিনায়ক। দলকে জয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, ঠিক তেমনই বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করছে খুব নিখুঁত ভাবে। প্রয়োজন উপরে উঠে যাচ্ছেন বিপক্ষ বক্সে, সেটপিস-ক্রসগুলি হেডদিয়ে গোল করার লক্ষ্যে। বিশ্বের সেরা সেন্টার ব্যাকের একজন তিনি।

বয়স ২৩'র তরুণ ডিফেন্ডারটি তাঁর অতি নিখুঁত ডিফেন্সিং দক্ষতা দিয়ে ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছেন। ক্লাব ফুটবলের ফর্মই যেন বিশ্বকাপেও বয়ে বেড়াচ্ছেন। আলতো ছোঁয়ায় বিপক্ষ স্ট্রাইকারের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়া, তাছাড়া নিজেদের বক্সে আসা ক্রাসগুলি সুন্দর হেড দিয়ে ক্লিয়ার করে একেবারে স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে। চলতি বিশ্বকাপে মিশরের বিপক্ষে শেষ মিনিটে হেড করে গোলকে জয়ের স্বাদ পাইয়ে গিমিনেজ।

সুয়ারেজ তাঁর মতো সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ার্ড খুবই কম আছে। পেনাল্টি বক্সে খুবই ভয়ঙ্কর। হাফ চান্স থেকে গোল করতে জুড়ি মেলা ভার। ইতিমধ্যেই চলতি বিশ্বকাপে দুটি গোল করা হয়ে গেছে, একটি হেডে একটি ফ্রি-কিকে। তাঁর মাটি ঘেঁষা ফ্রি-কিকগুলি খুবই ভয়ঙ্কর। কাভানিবিহীন কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের হয়ে গোল করার গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে।

সুতরাং, গডিন-গিমিনেজ এই জুটি বিশ্বকাপের চারটি ম্যাচে মাত্র একটি গোল খেয়েছে। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের লড়াই খুব একটা সহজ হবে না ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। তেমনই সুয়ারেজকেও খুব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে হবে গোল করার লক্ষ্যে।

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষলাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস লাহা*(পিআরবি অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).